ভারবাহী

মলিনাদি আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। স্কুল কলেজে একই বোর্ডিং-এ এক সঙ্গে কাটিয়েছি দু'জনে। আজ মলিনাদি আমার কাছে সহোদরার চেয়েও বেশী আপনার। একাত্মা বান্ধবী। ছোটবেলায় কি একটা কঠিন রোগে মলিনাদির একটা লাংস্ অনেকখানি জখম হয়ে যায়। ডাক্তাররা নাকি তাকে আজীবন অতি যত্নে, অতি সাবধানে থাকতে বলেছে - জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার সেটাই নাকি একমাত্র উপায়। তবে মলিনাদিকে অসুস্থ বলে কোনদিন মনে হত না আমাদের। হৈ হুল্লোড়ে ভরা বেপরোয়া জীবন কাটিয়ে এসেছে বরাবর। একমাত্র সাবধানতা দেখিয়েছিল বিয়ে না করে। অন্তত মলিনাদি বিয়ে না করার ওই এক অজুহাতই দেখিয়ে এসেছে ক্রমাগত। তা না হলে মলিনাদির বিয়ে না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। মুগ্ধ স্তাবকের সংখ্যা তার বড় কম ছিল না। কিন্তু মলিনাদি তাদের এমন ভাবে এড়িয়ে চলতো যেন তাকে ধরে বেঁধে ইহলোক থেকে সরাবার ব্যবস্থা করছে ওরা। যেন সাক্ষাৎ যমদূতেরই অনুচর সব।

কিন্তু বিয়ে না করলেও জীবনটা তার মোটেও কুসুমশয্যা ছিল না। দিল্লীর একটা পশ্ ইস্কুলে পড়াতো মলিনাদি, থাকতো শহরের অন্য প্রান্তে শস্তা এলাকায়। রোজ বার দুয়েক বাস বদল করে ভিড় ঠেলে যাতায়াত, তার উপর একক সংসারের কাজ-পাট যাবতীয় ঝক্কি ঝামেলা। মনে হত এর চেয়ে বিয়ে করলে অনেক কম স্ট্রেন হত, ঢের বেশী আরামে থাকতে পেতো মলিনাদি। সেই কথাই বলেছিলাম তাকে।

সুদূর রাঁচী থেকে দিল্লী বেড়াতে এসেছি মলিনাদির আমন্ত্রণে।

কর্মক্লান্ত মলিনাদিকে হ্যাণ্ডব্যাগ নামিয়ে রেখে তক্ষুনি বাজারঘাটের উদ্দেশে বেরোতে উদ্যত দেখে বাধা দিয়ে বললাম, "তোমায় যেতে হবে না

মলিনাদি, এক্ষুনি খেটে খুটে এলে। আমাকে বলে দাও, আমি এনে দেবোখন যা যা চাই।"

মলিনাদি আমার গালে ঠোনা মেরে সহাস্য লঘু কন্ঠে বললো, "আজ একদিন তুই না হয় করে দিলি, কিন্তু রোজদিন বারোমাস তো এই শর্মাকেই করতে হবে সব। মিছিমিছি অভ্যেস মাটি করে দিয়ে যাবি মধ্যে থেকে।"

গাঢ় কন্ঠে বললাম, "সত্যি মলিনাদি, এত কষ্ট পোষায় না তোমার। এর চাইতে বরং বিয়ে করে ফ্যালো। সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কালোমত ভদ্রলোক, তুষারকান্তি না কি যেন নাম? সে তো এখনও বিয়ে করেনি শুনেছি ----।"

চায়ের কাপটা আমার হাত থেকে নিয়ে সবে চুমুক দিয়েছে মলিনাদি। আমার কথা শুনে কাপ ডিশ টেবিলে নামিয়ে রেখে হাত নেড়ে বললো, "এদিকে আয়।"

ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মলিনাদি ব্যালকনি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "ওদিকে দ্যাখ্ একবার ----।"

সেই প্রথম কপিলাকে দেখলাম। মলিনাদির প্রতিবেশী। বিরাট বড় বাড়িতে আট দশ ঘর বাসিন্দা। একখানা দেড়খানা করে ঘরের খুপরি ফ্ল্যাট সব। দেড়খানা ঘরে ছয়টি সন্তান নিয়ে থাকে কপিলা আর তার স্বামী নীলকন্ঠ - কোথায় কোন সরকারী অফিসের হেড ক্লার্ক। সক্কাল বেলা কাজে যায়, বাস ঠেঙিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে যায় রোজ। বাড়ি এসে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে ব্যালকনিতে পাতা খাটিয়ায়। ছেলেপুলের হৈ-হল্লা, গিন্নীর মুখঝামটা, কোন কিছুতেই সাড়া দেবার মত শক্তি অবশিষ্ট থাকে না নিঃসাড় শরীরটায়।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কপিলার। কখনো চুল ডালা করে শুধু শায়াব্লাউজ পরে পিটিয়ে পিটিয়ে কাপড়ের ডাং কাচছে, উপুড় হয়ে ঘর মুছছে, বাসন মাজছে। মাঝে মাঝে ছুটে ছুটে রান্নাঘরে যেয়ে তড়িঘড়ি রান্না সারছে অন্য কাজের ফাঁকে। আবার পরমুহূর্তে দ্যাখো পোনিটেল বেঁধে নাইলনের শাড়ি জড়িয়ে সবজির ঝুড়ি আর দুধের ক্যান হাতে ছুটছে বাজার পানে। এর উপর

চব্বিশ ঘন্টা বাচ্চাদের ট্যাঁ-ফোঁ, তাদের নাওয়ানো খাওয়ানো, স্কুলের পড়া দেখা, শাসন - সে সব তো রয়েছেই। এক মুহূর্ত ফুরসৎ নেই। যেন পাঁচটা জোয়ান মরদ দশ হাত বার করে খেটে চলেছে সমানে।

মলিনাদি বলেছিল, "ওই দ্যাখ্ বিয়ে করার সুখ। আমার এই দুর্বল শরীরে অত সুখ সইবে ভেবেছিস? একটা বছরও টিকবো না রে, তার আগেই চিতেয় উঠতে হবে। থাক বাবা, এই ভাল আছি।"

এ যে শুধু মলিনাদি নয়, স্বয়ং কপিলারও অভিমত একথা আমরা কেউই ঘুণাক্ষরেও জানতাম না তখন। জেনেছিলাম বহুদিন পরে।

সেবার দিল্লীতে প্রায় মাস খানেক ছিলাম। সে একটা মাস খুব ভাল কেটেছিল আমার। তবু মলিনাদির পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ সত্ত্বেও এর পর দিল্লী যাওয়ার সুযোগ বহুদিন ঘটেনি। এরপর যখন গেলাম প্রায় সাত বছর কেটে গেছে। মলিনাদি তখনও সেই একই স্কুলে কাজ করে। থাকে সেই পুরোনো বারোয়ারী অট্টালিকায়। একটাই পরিবর্তন শুধু। পাশের ফ্ল্যাটের দুদ্দাড় ধুমধড়াক্কা - শোরগোল নেই আর।

"কপিলারা ও ঘরে থাকে না আর?" প্রশ্ন করলাম মলিনাদিকে।

মলিনাদি কেমন অন্যমনস্ক মুখে বললো, "নাঃ। কপিলা জনকপুরীতে তার মার কাছে চলে গেছে। বুড়ি একা বাড়িতে থাকে। তাছাড়া বাড়ির কাছে ভাল স্কুলও আছে নাকি একটা। বাড়িটা ওদের নিজেদের বাড়ি ----।"

বললাম, "তাহলে আর এখানে অনর্থক ভাড়া গোনা কেন? দেড়খানা ঘরের ভাড়াও কিছু কম নয়। তোমার এ ফ্ল্যাটখানা তো তিনশো টাকা নিতো তখন। আবার বাড়িয়েছে নাকি?"

মলিনাদি সংক্ষেপে বললো, "হুঁ। সাড়ে ছয়।"

পরদিন রবিবার। মলিনাদি আগে থেকে চাণক্যে দু'টো টিকিট বুক করে রেখেছিল। সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছি। চশমার পাওয়ারের গোলযোগের জন্যেই কিনা জানি না সিনেমা দেখলেই দুর্দান্ত মাথা ধরে যায়। তার উপর অটোরিক্সার ঝাঁকানিতে আরও কাহিল অবস্থা হয়েছে সেদিন। মলিনাদির পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। সিঁড়ির মধ্যিখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে সামনের রাস্তার পানে চেয়ে রয়েছে। জন কয়েক কুলি গোছের লোক মালপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে। কেউ

মাথায়, কেউ পিঠে, কেউ বা কাঁধে লাঠি রেখে তারই দুই অগ্রভাগে। লোকটা এক দৃষ্টে চেয়ে দেখছে সেই দৃশ্য। আমরা যে উপরে যেতে চাই, সে যে পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে বোধই নেই লোকটার তখন।

মলিনাদি একটু গলা চড়িয়ে বললো, "নমস্তে ভাইসাহাব!"

লোকটা চমকে এদিকে তাকালো। তারপর সঙ্কুচিত মুখে প্রতিনমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগলো। উপরে উঠে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে ঢুকলো। লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল।

শুধোলাম, "কে গো মলিনাদি?"

মলিনাদি বললো, "নীলকন্ঠবাবু। গতবার দেখেছিস্ তো তুই, আমার প্রতিবেশী।"

বিস্মিত হয়ে বললাম, "তুমি যে বললে ওরা জনকপুরীতে কপিলার মায়ের বাড়িতে থাকে?"

"সে তো কপিলা আর বাচ্চাগুলো। নীলকন্ঠবাবু এখানেই থাকে বরাবর।"

কেমন যেন রহস্যময় শোনালো মলিনাদির কথাগুলো। কিন্তু আমার তখন সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবস্থা নয় মোটেও। মাথার ভিতরটা যেন ছিঁড়ে খাচ্ছে কেউ। সমস্ত শরীরে পাক দিচ্ছে ক্রমাগত। তাড়াতাড়ি জুতো খুলে শাড়ি পালটে শুয়ে পড়লাম। পরদিন মলিনাদি কাজে যাবার পর ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। পাশের ফ্ল্যাটে ছিপছিপে একটি মহিলা বছর চারেকের ছোট বাচ্চাকে স্কুলের জামাকাপড় পরাচ্ছে। খানিক বাদে বাচ্চাটাকে রেডী করে টিফিনের ডিবে আর বইয়ের ব্যাগ নিয়ে মহিলাটি বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে বাড়ির কাজকর্ম করতে লাগলো। বোধহয় পাড়ার কোন নার্সারি স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এলো মেয়েকে।

মলিনাদি আসামাত্র চেপে ধরলাম, "তুমি বললে নীলকন্ঠবাবু এখানে থাকে। আমি তো অন্য একজন মহিলাকে দেখেছি আজ। চারপাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে আছে একটা।"

একটা চেয়ার টেনে বসলো মলিনাদি। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে

রহস্যঘন চোখে তাকালো আমার দিকে।

তারপর দু'এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে বললো, "তুমি যে মেয়েটিকে দেখেছ ওর নাম অনুসূয়া। আমাদের স্কুলে টিচার ছিল কিছুকাল। সেজেগুজে আধ ডজন খানেক বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। আমার কাছে প্রথম দিকে এসেছিল ক'বার। আমি বিশেষ পাত্তা দিইনি। বিদেশে বিভূঁইয়ে একা থাকি। কে কিরকম লোক কে জানে ! ওর সাঙ্গপাঙ্গদের বিশেষ ভাল মনে হত না। দু'একজনকে তো দাদামার্কা গুণ্ডাগোছেরই মনে হত রীতিমত। অনুসূয়াও বোধহয় শেষের দিকে ওদের পরিচয় পেয়েছিল। এড়াতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। আমার কাছে বাড়ির খোঁজে ঘোরাঘুরি করাকালেই কি করে কপিলাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তারপর সেই গুণ্ডাদের আওতা থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে আসে।"

মলিনাদি হাই তুললো।

"কটা বাজে দেখতো লেবু, ঘড়িটা ড্রেসিং টেবিলে রয়েছে।"

মলিনাদি ট্রান্সিস্টার খুলে বি.বি.সি-র খবর শুনতে রত হল। আমার মাথায় তখন অন্য কথা ঘুরছে।

বললাম, "তারপর? অনুসূয়ার কি হল মলিনাদি?"

মলিনাদি খবর শোনার ফাঁকে উত্তর দিল, "নীলকন্ঠবাবুকে বিয়ে করলো। ওর মেয়েটা তখন পেটে।"

"আর কপিলা?"

"কপিলা তার মায়ের কাছে চলে গেল ছেলেপুলে নিয়ে। বিরাট বাড়িতে একা থাকতো বুড়ি। বেশ ভাল বাড়ি। দিল্লী শহরে হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পাওয়া দুর্লভ ভাগ্যের কথা ----।"

"ইস্‌স্‌, নীলকন্ঠবাবু কি অকৃতজ্ঞ ! আর অনুসূয়াই বা কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ ----।"

মলিনাদি ভুরু কুঁচকে ট্রান্সিস্টারে মনোনিবেশ করলো। খবর শেষ হয়েছে, এবার খেলাধূলার খবর। বোতাম টিপে ট্রান্সিস্টারকে নির্বাক করে আমার দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলো মলিনাদি।

"শোন লেবু, তুই যা ভাবছিস্‌ তা নয়। ওদের ফ্ল্যাটটা কতটুকু জানিস্‌? ঠিক আমার এই দেড়খানা ঘরের সাইজ। তার মধ্যে আটজন

প্রাণী, আবার নবম অনুসূয়া। এতগুলো মানুষের খান-পান আসবাব সামগ্রীতে ঠাসা। ন'জন লোক পা ছড়িয়ে শোবে ঘুমোবে সেটুকু স্থান সংকুলান হওয়া দুষ্কর। তুই কি ভেবেছিস্ তার মধ্যে বউ আর এক পাল ছেলেমেয়ের নজর বাঁচিয়ে পরকীয়া সম্ভব কারো পক্ষে? নীলকন্ঠবাবুর পক্ষে?"

"কিন্তু শেষ অবধি তো সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিল নীলকন্ঠবাবু! এই এক্ষুনি তুমিই তো বললে যে অনুসূয়ার নীলকন্ঠবাবুকে বিয়ে না করে উপায় ছিল না। মেয়েটা তখন অলরেডী পেটে ----।"

মলিনাদি করুণামিশ্রিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "বলিহারি বুদ্ধি যা হোক! শোন্ তবে। মাসান্তে মোটা টাকা দিয়ে অনুসূয়া থাকে খায় এ বাড়িতে। কপিলা খাবার দাবার জোগাড় করে গুষ্টিবর্গের এবং পেয়িং গেস্টের। তাবৎ খাটাখাটনি করে সারাদিন ধরে। সেই সঙ্গে সর্বক্ষণ খিটিমিটিও চলতে থাকে। খেটে খেটে ইহজন্ম লোপাট হয়ে গেল, এই কথা ছাড়া আর কথা নেই মুখে। ভারী খিটখিটে মেজাজ হয়েছিল কপিলার ইদানীং। গায়ে গতরে আর কুলোচ্ছিল না বোধহয়। বিয়ে হয়ে সেই যে জোয়ালে লেগেছে এতটুকু বিরতি তো পায়নি কোনদিন! ওর বাবাও মারা গেল সে সময়। মায়ের কাছে গিয়ে যে থাকবে তারও উপায় নেই। ঘাড় থেকে সংসার নামলে তো! ---- এমনি সময়কার কথা।

"একদিন অসময়ে, দুপুর নাগাদ অনুসূয়া বাড়ি ফিরলো। বললো শরীর ভাল নেই বলে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে। খানিক বাদে বাথরুমে গেল। দেড়খানা ঘর আর এই এক চিল্তে বাথরুম। এতটুকু আব্রু নেই কোথাও। পাশের ঘরে এক রাশ গম মেঝেয় ঢেলে নিয়ে পরিষ্কার করছে কপিলা। হঠাৎ ওর কেমন সন্দেহ হল। টিনের ঘেরার ফাঁক দিয়ে বাথরমের ভিতর উঁকি মারলো। পর মুহূর্তে তার প্রচণ্ড ঝাঁকানি আর হ্যাঁচকা টানে দরজার দুর্বল পাল্লাটা সশব্দে খুলে পড়লো মাটির উপর। বেচারী অনুসূয়া সবে শাড়ির ফাঁসটা গলায় দিয়ে ঝুলে পড়েছে সেইক্ষণে। কপিলার ধাক্কাধাক্কিতে ঘাবড়ে গিয়ে হড়বড় করে ফাঁসটা ভাল করে লাগাতে পারেনি গলায়। খোঁপা আর থুতনিতে আটকে ঝুলছে বেকায়দা বেসামাল অবস্থায়।

"কপিলা টেনে নামালো তাকে। মুখে চোখে জল দিয়ে সুস্থ হয়ে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে অনুসূয়া সব কথা খুলে বললো কপিলাকে। সদ্য কলেজ থেকে বেরুনো মেয়েটা রূপালী পর্দায় দেখা জীবনের নেশায় কেমন করে পাঁকে-কর্দমে ফেঁসে গেল তারই ইতিবৃত্ত। সুরূপ সুবেশধারী গুণ্ডাগুলোর নোংরামি ইতরতা। কপিলা গালে হাত দিয়ে বসে বসে শুনলো সব। এর ক'দিন পর সেই দেড়খানা ঘরে পুরুত এসে মন্ত্র পড়ে অনুসূয়ার সঙ্গে নীলকন্ঠবাবুর গাঁঠছড়া বেঁধে দিল ----।"

মলিনাদি পট্ করে ট্রান্সিস্টারের বোতাম টিপলো।

"ইংরিজি নিউজ হবে এবার। মোরারজী কি বলেন শোনা যাক ----।"

"কি নিদারুণ স্বার্থত্যাগ ! ইস্, কল্পনাই করা যায় না।"

মলিনাদি বললো, "এতবড় একটা দেশের ভার কাঁধে পড়লে স্বার্থ-টার্থ নিজে থেকেই ভুলে যায় লোকে। ঠ্যালার নাম বাবাজী।"

বললাম, "কপিলার কথা বলছি ----।"

মলিনাদি ভুরু কুঁচকে বললো, "স্বার্থত্যাগ কোথায় দেখলি এতে? অনুসূয়ার প্রয়োজন ছিল একটা স্বামীর। আর ওদিকে সংসারের ঘানি টানতে টানতে জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল কপিলার। সে চেয়েছিল একটুখানি আরাম আর স্বস্তির জীবন। এতো সাদা লেনদেনের হিসেব। গোটা সমাজটার মূলমন্ত্রই তো তাই। তা দু'জনেরই প্রয়োজন মিটেছে। কপিলা মায়ের কাছে। মায়ের বয়স হলেও শক্ত সমর্থ আছে এখনও। সংসারের কাজকর্ম সেই করে দেয় বেশীর ভাগ।

"অনুসূয়া বড় ঘরের মেয়ে। ওর দাদু নাকি মোটা টাকা দিয়ে গেছিল ওকে, যে জন্যে গুণ্ডাগুলো পিছনে পড়েছিল এতকাল। তা সে সবই কপিলাকে দিয়ে দিয়েছে অনুসূয়া। মায় গয়নাগাঁটি দামী জিনিষপত্তর যা কিছু ছিল, তাও। সব বোঝাপড়া করে তবেই নীলকন্ঠবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে কপিলা। নীলকন্ঠবাবু অবশ্য এসব কিছুই জানতেন না। মেয়েটার প্রাণ বাঁচাতে গিন্নীর মহৎ সাধে বাগড়া দিতে চাননি তিনি। এক কথায় বিয়ে করে ফেলেছেন। তবে এখন হয়তো পস্তাচ্ছেন কপিলা চলে যাবার পর। মাসান্তে মাসোহারা গুনতে জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। না দিলেই তো কপিলা নালিশ ঠুকবে আদালতে। চাই কি এত বছরের সরকারী

চাকরীটাও খোয়াতে হতে পারে ----।"

মলিনাদি কথায় ছেদ টেনে চেয়ারটা ওপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে বসলো। বেতারবার্তা শুনতে লাগলো তদ্‌গত তন্ময় হয়ে।"

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। পাশের ফ্ল্যাটে দরজা জানলা বন্ধ। ভিতর থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যায় শুধু। নীলকন্ঠবাবুর সেদিনকার চেহারাটা মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো। ভারভাহী মানুষগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। ওদের দেখে হয়তো নিজের জীবনের কথাই বারে বারে মনে হচ্ছিল তাঁর। উনিও তো জীবনভোর ক্লান্ত খিন্ন রিক্ত হয়ে পদে পদে হোঁচট খেয়ে মরলেন শুধু। কাঁধের বোঝার উপর এতটুকু অধিকারও অর্জন করতে পারলেন না ----।